ঢাকা ১৭ জুন ২০০৯, প্রেস বিজ্ঞপ্তি

<u>সুপ্র আয়োজিত বাজেট পর্যালোচনা সভায় বক্তারা</u>

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যকে পিপিপি'র আওতামুক্ত রাখতে হবে। কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হলে কৃষকদের সমবায় গড়ে তুলতে হবে।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো মৌলিক সেবা খাতগুলোতে দরিদ্র মানুষের অভিগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের আওতার বাইরে রাখতে হবে। আজ ১৭ জুন ২০০৯ জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) আয়োজিত ' বাজেট পর্যালোচনা ২০০৯-১০ : কৃষি, খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও জনসেবা খাত " শীর্ষক গোল টেবিল আলোচনায় অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ একথা বলেন ।

ঘোষিত বাজেট ২০০৯-১০ নিয়ে পর্যালোচনামূলক আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার জনাব কর্ণেল (অব:) শওকত আলী। আলোচনায় মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফরাস উদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া, এ্যাডভোকেট খান টিপু সুলতান, মনোয়ার হোসেন চৌধুরী ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মান্নান। সভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সুপ্র সমন্বয়কারী লরেন্স বেসরা ও বাসন্তি সাহা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সুপ্র'র পরিচালক উমা চৌধুরী। সভা সঞ্চালনায় ছিলেন সুপ্র নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও পেভ বগুড়ার নির্বাহী পরিচালক কে জি এম ফারুক।

কর্ণেল (অব:) শওকত আলী বলেন, বাংলাদেশের দারিদ্র নির্মূল করতে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পটি অসাধারণ কিন্তু এটার বাস্ত বায়ন করতে গেলে ঐ পরিবারগুলোর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানসহ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বাজেট বাস্তবায়নে জনপ্রশাসনের আমুল পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব দেন।

ড. ফরাস উদ্দিন বলেন, দরিদ্র কৃষকের ধানের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য কৃষকদের সমবায় গড়ে তুলতে হবে। কৃষকদের শষ্য মজুদ করার জন্য খাদ্য গুদাম নির্মাণ করে দিতে হবে। যাতে তারা চাতাল মালিকদের কাছে জিম্মি না হয়। আমাদেরকে দারিদ্র্য বিমোচন নয় বরং দারিদ্র্য নির্মুলের জন্য কাজ করতে হবে।

এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া তার বক্তব্যে দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো পুনরায় চালু করা হচ্ছে বলে জানান। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য সেবার গুণগত মান রক্ষায় কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে রোগীদের সেবা দেয়ার জন্য অন্তত প্রতিমাসে একবার এমবিবিএস ডাক্তার ও প্রতিদিন একজন স্বাস্থ্য সহকারি এবং পরিবার পরিকল্পনা সহকারি বসবেন।

এ্যাডভোকেট খান টিপু সুলতান বলেন, বাজেটে জলবায়ু জনিত অভিঘাত মোকাবেলায় ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর আগের বাজেটেও ৩০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কৌশলপত্র না থাকার জন্য এ টাকা খরচ করা যায়নি। তাই একসাথে এই টাকা যথাযথ খরচের জন্য দেশীয় নীতি কৌশল প্রণয়ন করতে হবে।

মনোয়ার হোসেন চৌধুরী বলেন, বর্তমান বাজেটে ঋণের সুদ হিসেবে যে ১৩.৯ শতাংশ ধরা হয়েছে তা পূর্বে গৃহিত ঋণের সুদ। তিনি বলেন, আমরা সকল শর্তযুক্ত ঋণ গ্রহণের বিরোধী। ভবিষ্যতে ঋণ গ্রহণের প্রবণতা থেকে সরকারকে আরও সরে আসতে হবে।

আব্দুল মান্নান বলেন, বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়ায় সত্যিকার করদাতারা নিরুৎসাহিত হবে। কালো টাকা সাদা করার সুদ কমপক্ষে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ হওয়া উচিত।

স্বাগত বক্তব্যে উমা চৌধুরী বলেন, ২০০৯-১০ বাজেটে যে পঞ্চবার্ষিক ও পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে আমরা তাকে সাধুবাদ জানাই। আমরা এও মনে করি, দারিদ্র নির্মুলের জন্য বাজেটে একটি দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন।

সুপ্র'র বাজেট পর্যালোচনা সভায় সুপ্র জেলা নেতৃবৃন্দ- শওকত আলী-সিরাজগঞ্জ, আব্দুল লতিফ -যশোর, এমএ সালাম- পাবনা, মাধব চন্দ্র দত্ত - সাতক্ষীরা, ও সুপ্র নির্বাহী পরিষদের সদস্য শরীফা বেগম- ঝিনাইদহ ও মঞ্জু রাণী প্রামাণিক- টাঙ্গাইল বক্তব্য রাখেন। এছাড়া আরও বক্তব্য রাখেন নরেশ মধু, কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি জায়েদ ইকবাল খান ও ভূমিহীন সমিতির সভাপতি সুবল সরকার। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে সুপ্র জাতীয় পরিষদের সদস্য হোসনে আরা হাসি, মতিউর রহমান ও ডেইজি আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

বিনীত,

বাসন্তি সাহা (০১৭১ ৩৩২৮৮০৭)
সমন্বয়কারী, সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র)